খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 18 ● Bardhaman ● 28 February 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে ২৩ মার্চ রবিবার বেলা ১ টা থেকে শিপতাই হাইস্কুলে আয়োজিত হতে চলেছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ১৬ মার্চের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। বিস্তারিত জানতে ও নাম নথিভুক্ত করতে হোয়াটস অ্যাপ/কল করুন - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

● খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে ২৩ মার্চ রবিবার বিকেল ৩ টে থেকে শিপতাই হাইস্কুলে আয়োজিত হতে চলেছে বিশেষ আলোচনা সভা।আলোচ্য বিষয় - " সাক্ষী পঁচিশ,বইয়ের পাতা, উড়লো যেন ফানুস, বোঝার আগেই,ভাবলি বোঝা,ওরে বহুরূপী মানুষ।" আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়,আরামবাগ গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড.বাণী প্রসাদ সেন এবং শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। সবার সাদর আমন্ত্রণ।

● সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে ভিআইপি সেজে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছেন ধনেখালি সহ হুগলি জেলার অধিকাংশ বিডিও।সব দেখে শুনেও চুপ উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক কর্তারা।

● বিধানসভায় তুলকালাম। ওয়েলে নেমে কাগজ ছিঁড়ে স্পিকারের দিকে ছুঁড়ে মারার অভিযোগ শুভেন্দুর বিরুদ্ধে। বিধানসভা থেকে ৩০ দিনের জন্য সাসপেন্ড শুভেন্দু সহ ৪ বিজেপি বিধায়ক।

● মোবাইল টাওয়ারের ব্যাটারী চুরির অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেফতার করল গুড়াপ থানার পুলিশ।ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

● স্কুলের প্যারা টিচারদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। ফুল টাইম টিচারদের মতো ডিউটি করলেও সাম্মানিক নামমাত্র।এত অল্প ভাতায় সংসার চালাতেই হিমশিম খাচ্ছেন অনেকে। এত বৈষম্য কেন ? উঠছে প্রশ্ন।

● ডি কোম্পানির নাম করে মালদার ইংলিশবাজার পুরসভার

(এরপর চারের পাতায়)

সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ধনেখালি সহ হুগলির অধিকাংশ বিডিও !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি সহ হুগলির অধিকাংশ বিডিও সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেকে ভিআইপি জাহির করতে গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ।রাজ্যের কোনও বিডিও'র গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে ঘোরার অনুমতি না থাকলেও নিজেকে ভিআইপি জাহির করতে ধনেখালি সহ হুগলির অধিকাংশ বিডিও গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সব দেখে শুনেও চুপ পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। কয়েক বছর আগে লাল-নীল বাতির অপব্যবহার নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট ও রাজ্যের হাইকোর্ট।আর তারপরেই লাল,নীল বাতির অপব্যবহার রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেয় নবান্ন।কারা গাড়িতে লাল,নীল বাতি ব্যবহার করতে পারবেন সে বিষয়ে জারি করা হয় নির্দেশকা।রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী,প্রতিমন্ত্রী, মুখ্যসচিব,অতিরিক্ত মুখ্যসচিব,প্রধান সচিব,ডিভিশনাল কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি,ডিজি দমকল, পুলিশের আইজি ও ডিআইজি, জেলার পুলিশ সুপার,জেলা শাসক, আয়কর ও শুল্ক দফতরের কমিশনার, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার,পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার,ডেপুটি পুলিশ কমিশনার,পুলিশ পেট্রোল গাড়ি, এসডিও এবং এসডিপিও'রা গাড়িতে নীল বাতি ব্যবহার করতে পারেন।এই তালিকায় কিন্তু বিডিও'দের কথা বলা নেই। গাড়িতে নীল বাতি ব্যবহার করার অধিকার বিডিও'দের দেয়নি রাজ্য সরকার।তা সত্ত্বেও গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছেন ধনেখালি সহ হুগলির অধিকাংশ বিডিও।ধনেখালির বিডিও'র গাড়িতে আবার নীল বাতির পাশাপাশি লাগানো রয়েছে হুটার।সরকারি নির্দেশিকা সম্পর্কে বিডিও'রা কিছুই জানেন না এমনটা নয়।নিজেদের ভিআইপি জাহির করতেই বিডিও'রা সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ।আর সব কিছু দেখে শুনেও নির্বিকার পুলিশ প্রশাসন।নীল বাতির অপব্যবহার রুখতে পুলিশ প্রশাসন কেন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না,এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

ধনেখালি বিডিও'র গাড়ি।

মাধ্যমিকের অঙ্কে দু'টি প্রশ্নে হাত দিলেই নম্বর !

নিজস্ব সংবাদদাতা - মাধ্যমিকের অঙ্ক প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক ! সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন আসার অভিযোগ ! দুটি প্রশ্নকে নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কিত দু'টি প্রশ্নের অঙ্ক কষতে শুরু করলেই নম্বর পাবে পরীক্ষার্থীরা।চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার অঙ্কের প্রশ্নপত্র নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।শনিবার ছিল অঙ্ক পরীক্ষা।বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছিল যে দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন ছিল।অনেকেই আবার বলাবলি করছে সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন এসেছে।এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বড় সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।পরীক্ষার্থীরা যদি ওই দুটি প্রশ্নের উত্তর লেখে এবং সমাধানের পদ্ধতি সঠিক থাকে, তবে তাদের পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিল পর্ষদ।পর্ষদ জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গ রিজিওনে ৩ এর দাগের ৬ নং প্রশ্ন, বর্ধমান রিজিওনে ৩ এর দাগের ৩ নং প্রশ্ন, মেদিনীপুরের ৩ এর দাগের ৪ নং প্রশ্ন এবং কলকাতার ৩ এর দাগের ১ নং প্রশ্ন এবং সমস্ত রিজিওনের ১৫ 'র দাগের ২ নং প্রশ্ন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগের ভিত্তিতে পর্ষদ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়।পর্ষদের দাবি, সিলেবাসের বাইরে কোনো প্রশ্ন আসেনি, তবে যেহেতু কিছু প্রশ্ন কঠিন ছিল, তাই ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিকের অঙ্কে দুটি প্রশ্নে হাত দিলেই নম্বর পাবে পরীক্ষার্থীরা।পরীক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,যদি কোনো পরীক্ষার্থী ঐ দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে শুরু করে এবং সমাধানের পদ্ধতি ঠিক থাকে, তবে তাকে পূর্ণ নম্বর দিতে হবে।পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্তের বিস্তারিত বিবৃতি অফিস অ্যাপসে প্রকাশ করা হয়েছে এবং পরীক্ষার্থীদের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পুকুর সংস্কার করতে গিয়ে উদ্ধার বিষ্ণু মূর্তি !

নিজস্ব সংবাদদাতা - পুকুর সংস্কার

(এরপর চারের পাতায়)

অকাল শিলাবৃষ্টিতে আলু চাষীদের মাথায় হাত !

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের দশঘরা,বল্লভীপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর,দীঘির মৌজা,নলথবা, দাসপুর,রামকৃষ্ণপুর,আমতারা, মোহনপুর, অমরপুর,মুইদিপুর, শিয়ালী,মাঠ শিয়ালী,কোরা,

দেধারা, শ্রীরামপুর,গঙ্গেশনগর, নিমডাঙ্গা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার বিঘা আলু জমি জলের তলায়।ব্যাপক শিলাবৃষ্টি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের রেসলাতপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়।আলু জমি জলের তলায়।ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির সম্ভাবনা।এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ

(এরপর চারের পাতায়)

মাদ্রাসা বোর্ডের ফাজিল পরীক্ষা একসাথে দিলেন মা ও ছেলে !

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলি জেলার

গুড়াপ থানার অন্তর্গত ভাস্তাড়া হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে মাদ্রাসা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য ফাজিল পরীক্ষা এক সঙ্গে দিলেন মা ও ছেলে। তাদের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড় থানার ঘাটশিলা গ্রামে। বৃহস্পতিবার পরীক্ষার শেষদিনে পরীক্ষা শেষে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক চন্দ্রশেখর বিট, সেন্টার সুপার জিয়ারুল মোল্লা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেন্টার সুপার তথা সহশিক্ষক সেখ মহঃ ইব্রাহিম ও

(এরপর তিনের পাতায়)

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue- 18 ● 28 February, 2025

এ কেমন উল্লাস !

সদ্য শেষ হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। সীমা নেই পরীক্ষার্থীদের আনন্দ উচ্ছ্বাসের। সারা রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করল মাধ্যমিকের আবশ্যিক বিষয় ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষা শেষের পর পরীক্ষার্থীদের আনন্দ প্রকাশের এক নতুন রুপ। বই, খাতার পাতা ছিঁড়ে রাস্তায় ওড়াতে ওড়াতে বাড়ি ফেরা। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্র একই ছবি।মাধ্যমিকের আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষার শেষ দিন অর্থাৎ ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষার শেষে বইয়ের পাতা ছেঁড়ার পাশাপাশি কোথাও কোথাও আবার চলল আবির খেলা, স্কুলের জামা ছেঁড়া ছেড়ি ! প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক,এ কেমন আনন্দ উল্লাস ? আমরা কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছি ? বইয়ের পাতা ছিঁড়ে রাস্তায় উড়িয়ে সমাজের কাছে কি বার্তা দিতে চাইছে এই সব অল্প বয়সী স্কুল পড়ুয়ারা ? এটা তো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সারা রাজ্যে একই দিনে একই সময়ে এই ঘটনা ঘটল। এরা তো কেউ আর পরীক্ষার আগের দিন আলোচনা করে এরকম করার সিদ্ধান্ত নেয়নি। এটা সামাজিক অবক্ষয়ের ফল। আর সামাজিক এই পচন একদিনে শুরু হয় নি। ক্যান্সারের মতো ধীরে ধীরে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বইয়ের প্রতি টান না থাকলে এরকমই হয়। অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী এখন মোবাইলে আসক্ত,বইয়ে অনাসক্ত। বইয়ের প্রতি অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীর সেই আবেগ আর নেই,নেই বইয়ের সঙ্গে ভালোবাসার যোগ।পড়াশোনার গুরুত্বই নেই অনেকের কাছে।পাশফেল না থাকলে যা হয় আর কি ! আর এজন্যই তো বই খাতা ছিঁড়ে এতো আনন্দ,উল্লাস। পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনার কোনো সময় নেই তাদের কাছে। হচ্ছে হবে এরকম মনোভাব। মাধ্যমিকে বসলেই তো এখন পাশ করা যায়।তাহলে বই রেখে লাভ কি ? এই হল ছাত্র ছাত্রীদের অনেকের বক্তব্য। কোনো ভাবে মাধ্যমিক পাশ করে এগারো ক্লাসে নামটা লেখাতে পারলেই হল। তাহলেই তো মিলবে মোবাইল কেনার টাকা।ব্যস,তাহলে আর পায় কে। অ্যাকাউন্টে মোবাইল কেনার টাকা ঢোকার পর আর স্কুল মুখো হচ্ছে না কেউ। সপ্তাহে একদিন তো দূরের কথা,মাসেও একদিন হাজির হচ্ছে না অধিকাংশ এগারো বারোর ছাত্র ছাত্রী।ক্লাসে দু'একজনের দেখা মেলে মাঝে মধ্যে। শিক্ষার প্রতি ছেলে মেয়েদের কিরুপ মনোভাব এটা তারই প্রতিফলন। আর এরজন্য আমরাও কমবেশি দায়ী।শুধু ছেলে মেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।আমরা ওদের ছোট থেকে ভালবাসা ও শৃঙ্খলা শেখাতে পারিনি। তাই আনন্দ উল্লাসের নামে এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ।আনন্দ উচ্ছ্বাসের নামে বই খাতা ছিঁড়ে ফেলা কখনোই সুস্থ চিন্তা ধারার লক্ষণ নয়। এটা শুরুতেই আটকানো দরকার। তা না হলে সুস্থ সমাজকে অসুস্থ করে তুলবে এই উচ্ছৃঙ্খলতা। পড়াশোনার পাশাপাশি সঠিক আচরণও শেখা দরকার ছাত্র ছাত্রীদের। আজ যদি আমরা তাদেরকে 'মানুষ' হওয়ার শিক্ষা দিতে পারতাম তাহলে এদিন আর আমাদের দেখতে হতো না। ছোট থেকে ছেলেমেয়েদের হাতে মোবাইল তুলে না দিয়ে যদি একটু নীতি শিক্ষা দিতাম তাহলে মনে হয় ভালো হতো। অধিকাংশ স্কুল পড়ুয়ার মধ্যে নীতি শিক্ষার বড় অভাব। বড়দের সম্মান তো দূরের কথা,স্কুল থেকে বের হলে অনেকে আবার স্যারেদের সামনেই সিগারেট টানে। সামান্য চক্ষু লজ্জা বলতে কিছু নেই। কোন্ পথে যাচ্ছি আমরা ? এরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। এখনই যদি এদের এই অবস্থা হয় তাহলে বড় হলে এরা কি করবে ? ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মনে শিক্ষা সম্পর্কে যে বিরুপ চিন্তা ভাবনা তা অবিলম্বে কাটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।বই আমাদের পরম বন্ধু - এটা তাদের বোঝাতে হবে। সামাজিক এই পচন রুখতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের বাড়ি থেকেই শুরু করতে হবে নীতি শিক্ষার পাঠ। তা না হলে আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। এখনই যদি আমরা ছোট থেকে ছেলেমেয়েদের নীতি শিক্ষা না দিই তাহলে সমাজের এই পচন রোখা যাবে না। তখন হাত কামড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

এমন করে রাঙায় কে !

পার্থ পাল

সন্ধ্যাবেলায় টিভিতে বেশ সিরিয়াল গিলছিলেন। এমন সময় বেআক্কেলে লোডশেডিং। না, না, এজন্য মন খারাপ করবেন না। বরং সুযোগটাকে কাজে লাগান। সোজা উঠে পড়ুন ছাদে। তারপর মাদুর পেতে শুয়ে পড়ুন। চোখ মেলে দেখুন কি বিশাল এক কালো পর্দা আপনার চোখের সামনে হাজির। লক্ষ্য করুন, তার মধ্যে জেগে উঠেছে গ্রহ তারাদের রং। দৃশ্যমান গ্রহগুলি স্থির, উজ্জ্বল, নীল। আর তারাদের কাঁপতে থাকা আলোর মধ্যে কিছু লাল, কিছু নীল, কিছু সাদা, কিছু হলুদ। তারাদের এমন রংবাহার দেখে ঘোর লেগে গেলে নিচে নেমে আসুন। একটা মোমবাতি জানান। তারপর ধ্যানে ঢুলুঢুলু চোখে লক্ষ্য করুন তার শিখা। কি দেখলেন? দেখলেন একটি ক্ষুদ্র আলোক শিখাতেও কত বর্ণবাহার। পলতের একেবারে কাছে কালো, তারপর গাঢ় নীল, তারপর ধাপে ধাপে হলুদ, লাল এবং নীল। পরীক্ষা থেকে জানা গেছে নীল আলো হল উচ্চতাপের সূচক। অন্যদিকে লাল আলো বোঝায় তুলনামূলক কম তাপকে। আর কী আশ্চর্য, এই একই কারণে তারাদেরও বর্ণবৈষম্য। যে নক্ষত্র যুবক, প্রবল তাপের আধার, তাকে আমরা দেখি নীল। আর বৃদ্ধ, জ্বালানি সংকটে ব্যতিব্যস্ত নক্ষত্রটির রং লাল। অর্থাৎ অনন্ত মহাকাশ এবং নিভৃত গৃহকোণের ঘটনা ঘটে চলেছে একই নিয়মে!

অন্যদিকে দিনের বেলার আকাশ বর্ণময়। সকালে পুবদিক রাঙিয়ে সূর্য তার আগমন ঘোষণা করে। বেলা যত গড়ায় আকাশ তত নীল হয়। বাতাস দূষিত হলে সে নীল পরিবর্তন থেকে ধুসরে। বর্ষার শেষে যখন আকাশে ঘুরে বেড়ায় সাদা মেঘের দল, সে সময় বিকালে পশ্চিম আকাশ যেন হয়ে ওঠে বিশাল কোনো শিল্পীর সুবিশাল ক্যানভাস। ডুবন্ত সূর্যের পড়ন্ত আলোয় রেঙে ওঠে মেঘগুলি। সে শোভার তুলনা সে নিজেই। সে ঘটনা অতুলনীয়। তেমনিই তুলনা নেই রামধনুরও। সূর্য আকাশের যেদিকে, খানিক আগেই যদি বৃষ্টি হয়ে যায় আকাশের অন্যদিকে তবে সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তৈরি হয় সাতরঙা আঁচড়। আবার সেই একই জিনিস দেখা যাবে বাথরুমে ঘুরে বেড়ানো সাবান বুদবুদে রোদ পড়লেও। শরতের বিকালে আমরা যেমন মেঘের শোভা দেখে আকুল হই, তেমনি চোখে ঝিলমিল লেগে যাবে

পৃথিবীর দুই মেরুতে পৌঁছালেও। সেখানকার মেরুজ্যোতির কথা আমরা কে না জানি। রাতের আকাশে বিভিন্ন অপার্থিব রঙের মহাজাগতিক প্রদর্শনী দেখতে তাই নরওয়েতে ছুটে যান সৌন্দর্যপ্রেমী বিশ্বনাগরিকরা। কিন্তু কী অদ্ভুত, পৃথিবীর বায়ুবর্ম ছাড়িয়ে বাইরে বের হলেই এসব কিছুকেই মায়া বলে মনে হয়। সেখানে কোন রং নেই। নিকষ কালো মহাকাশে কেবলই নক্ষত্রদের ঝিলিমিলি।

অথচ প্রকৃতি এক অদ্ভুত মমতায় জারিত করে রেখেছে এই পৃথিবীর বড়ো থেকে ছোট সব-ব জীবকে। সূর্যের আলোর আশীর্বাদে পাতার সবুজ ক্লোরোফিল শক্তিকে শর্করায় বেঁধে ফেলে। গাছ বাড়ে। ফল হয়। তা থেকে বাঁচে জীবকুল। এখানেও গাছের কত পরিকল্পনা। যেকোনো ফল কচিতে সবুজ, পাকলে গাঢ় রঙে রঙিন। পাকা টমেটো, কমলালেবু, আনারস, কলা, পেঁপে, পেয়ারার লাল, হলুদ, কমলা রং দেখে আকর্ষিত হয় প্রাণীরা। তারা খেলে তবেই তো ছড়িয়ে পড়বে বীজ। পরাগযোগী পাখি, মৌমাছি, ভ্রমরকে কাছে টানতে রঙের পশরা সাজায় ফুল। আবার, যে ফুলের সুগন্ধ আর মধু বেশি, তাদের রঙিন হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাই তারা সাদা।

রং কেবল মাটির উপরেই থাকে না, থাকে জলের নিচেও। জলের শঙ্খাওলা, মস, ফার্ণ থেকে শুরু করে সমুদ্রতলের প্রবালপ্রাচীর - সর্বত্রই রঙের রাজত্ব। ডাঙার প্রজাপতির মতো সেখানকার প্রাণীদেরও কত রং, কত বাহার।

প্রকৃতির এই রং দেখে রঙিন ছবি আঁকতে শিখেছিল আদিম মানুষ। তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে বহু পাহাড়ের গুহা-দেওয়ালে। গাছের রসকে পাথরের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে তাঁরা তৈরি করেছিল রকমারি ও স্থায়ী রং। তা দিয়ে সাজিয়েছিল ছবি। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ্য - 'কাপুট মর্চুয়াম'। 'মমি ব্রাউন' নামে পরিচিত এই রংটি এক ধরনের চ্যাটচ্যাটে ভুতুড়ে রং যা জল হওয়াতেও নষ্ট হয় না।ষোড়শ শতকে মিশর থেকে মমি নিয়ে গিয়ে তার হাড় গুঁড়ো করে কাপুট মার্চুয়াম তৈরি করতেন ইউরোপের শিল্পীরা। তবে বর্তমানে যান্ত্রিক উপায়ে এত প্রকারের রং তৈরি হচ্ছে যে, তাদের আলাদা করে চেনা ও নাম মনে রাখা সাধারণ মানুষের কম্ম নয়।

তবে রং দেখতে হলে মনে রং থাকাটা জরুরী। যাঁর মনে রং লেগেছে, সে জগৎকেও রঙিন দেখে। টগবগে যৌবন যে মুগ্ধতায় গোলাপকে দেখে, প্রৌঢ়ের কাছে তা নিছকই আদিখ্যেতা। যে মানুষ হতাশায় হাবুডুবু, তাঁর কাছে রাঙা পলাশ আবর্জনামাত্র। মানুষের মনের এই বিচিত্র রঙকে অনুভব করে, তাকে সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে কাহিনী বুনতে পারেন যিনি, তিনিই তো প্রকৃত শিল্পী। ভালোবাসার লাল, ব্যথার নীল, আশা-আনন্দের হলুদ, তারুণ্যের সবুজের মতো নানান রংকে মিশিয়ে দিলেই তৈরি হয় সাদা,যা কিনা সত্যের প্রতীক !

বার্ড অফ পারাডাইস প্রজাতির পাখিদের স্বর্গীয় রুপের রহস্য আবিস্কার

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

জীবদেহে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে আলোর উদ্ভব হয়। কালে কালে বায়োলুমিনেসন্স বা জীবদ্যুতি নিয়ে ছড়িয়ে আছে অনেক কাহিনি। সাধারনত প্রাণীদেহে জৈব রাসয়নিক বিক্রিয়ায় আলো নিঃসৃত হবার ঘটনাকে বায়োলুমিনেসন্স বা জীবদ্যুতি বলে। অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে বায়োলুমিনেসন্স বা জীবদ্যুতির ঘটনা আমরা

জানি।খোলস যুক্ত সামুদ্রিক প্রাণী কিছু প্রজাতির কাঁকড়া, চিংড়ি,এক ধরনের গুবরে পোকা এরকম অনেক প্রাণীদের বায়োলুমিনেন্সের ব্যবহার দেখা যায়। কিছুদিন আগে এক গবেষণায় বার্ড অফ পারাডাইস প্রজাতির পাখিদের মধ্যেও বায়োলুমিনেন্সের ব্যবহার জানা গেছে। বার্ড অফ পারাডাইস বা বাংলায় যাকে বলা হয় দুধরাজ বা শা-বুলবুল। সত্যি দারুন সুন্দর এক পাখি ! অসাধারণ এদের রুপ - সৌন্দর্য্য,স্বর্গীয় রুপের ছটা যেন বিশেষত পুরুষ পাখিদের শরীরের পালক থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সেইসঙ্গে স্বর্গীয় শোভা সৃষ্টিকারী অতুলনীয় গঠন ও সৌষ্টব। তাই এদের বলা হয় স্বর্গের পাখি বা বার্ড অফ পারাডাইস। কথিত আছে স্বর্গের কোনও দেবতা চপলমতি ও চঞ্চল স্বভাবের জন্য একটি অপকর্ম করে ফেলায় স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হন। মনের দুঃখে সে নিজেকে এই পাখিতে রুপান্তরিত করে মর্ত্তে নেমে আসে। সকল পাখি প্রেমিকদের কাছে খুব প্রিয় দৃষ্টিনন্দন এই পাখি। এরা প্যারাডিসাইড গোষ্ঠির সদস্য। সারা বিশ্বে এই গোষ্ঠির ১৭টি বংশ ও ৪৫টি প্রজাতি আছে। ভারতেও এদের কয়েকটি প্রজাতি দেখা যায়। গবেষকেরা দেখেছেন ৪৫টি প্রজাতির মধ্যে ৩৭টিতে বায়োলুমিনেন্সের বা জীবদ্যুতি দেখা যায়।অন্য কথায় বললে তাদের পালক বা শরীরের অন্য কিছু অংশ অতি বেগুনী রস্মি বা নীল আলো শোষণ করে ও কম ফ্রিকোয়েন্সিতে আলো নির্গত হয়।অনেক আগে মানুষের কাছে এরা উজ্জল ও রঙিন পালকের জন্য সুপরিচিত, তবে নূতন গবেষণায় এই চমকপ্রদ তথ্য জানা গেছে।

সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির ডঃ রেনে মার্টিন এই নিয়ে প্রথম গবেষণা করেছেন ও নতুন চমকপ্রদ ঘটনার কথা জানিয়েছেন। উনি বলেছেন এই জৈব- প্রতিপ্রভতা বা বায়োফ্লুরিসেন্ট সারা শরীরকে আরও উজ্জল করে তোলে।এদের কোন একটি হলুদ পালক আরও সবুজ , হলুদ হতে পারে, সাদা পালক আরও উজ্জল ও কিছুটা সবুজ , হলদেটে হতে পারে। তারা দেখেছেন বার্ড অফ পারাডাইস প্রজাতির পাখিরা তাদের শরীরের মাধ্যমে আলো শোষণ করে।

আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির ডঃ রেনে মার্টিন ও তার সহকর্মীদের এই বিষয়ে গবেষণা পত্রটি কিছু দিন আগে ''রয়াল সোসাইটি ওপেন সায়েন্স'' জার্নালে প্রকাশিত হয়।তাদের সংগ্রহে সংরক্ষিত প্রতিটি বার্ড অফ পারাডাইস প্রজাতির পাখিদের নমুনাগুলি নিয়ে তারা কিভাবে কাজ করেছেন তা জানা যায়।গবেষকেরা একটি অন্ধকার ঘরে নীল আলোর নীচে প্রতিটি বার্ড অফ পারাডাইস প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী পাখিদের রেখেছিলেন।তারা নির্গত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও তীব্রতা রেকর্ড করেছিলেন। কিছু ক্ষেত্রে তারা পাখিদের শরীরের উপর অতি বেগুনী রশ্মিও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে ২১টি প্রজাতির পুরুষদের মাথা,ঘাড়,পেট,লেজের পালকের কিছু অংশে জৈবদ্যুতি দেখা গেছে। তাছাড়াও এই প্রজাতিগুলি ও অন্য ১৬টি প্রজাতির মুখ ও গলার ভেতরের অংশে জৈবদ্যুতি দেখা গেছে। এদের ৩৬টি প্রজাতির স্ত্রী পাখিদের বুক, পেট ও মাথার পালকেও জৈব-প্রতিপ্রভতা দেখা যায়। যার ফলে এদের দেখতে আরও উজ্জল ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। গবেষণায় জানা যায় লাইকোকোরাক্স, ম্যানুকোডিয়া ও ফোনিগ্যামাস বংশের প্রজাতিগুলির মধ্যে তা দেখা যায়নি।বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই তিনটি প্রজাতির পূর্বপুরুষদের মধ্যে হয়তো এই বৈশিষ্ট ছিল না। গবেষকেরা বলেন এই বৈশিষ্ট প্রজাতির পুরুষদের পূর্বরাগ বা প্রেম প্রদর্শন আরোও বেশি মনমুগ্ধকর করে তোলে। তবে স্ত্রী পাখিদের ক্ষেত্রে অন্য একটি ভিন্ন কার্যকারিতা থাকতে পারে।গবেষক মার্টিন বলেন যে এই বিষয়ে আরো নতুন গবেষণা দরকার যা কিনা এদের উপর নতুন আলোকপাত করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন শিশু মনের বিকাশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে

অরিজিৎ চক্রবর্তী - জলবায়ু পরিবর্তন শিশু মনের বিকাশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। কলকাতা প্রেসক্লাবে সম্প্রতি এক কর্মশালায় রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা

আয়োগের প্রধান তুলিকা দাস এই মন্তব্য করেন।তিনি বলেন,প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝঞ্ঝা বন্যা ইত্যাদির কারণে শিশুদের স্কুল অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় গ্রামীণ রাস্তাঘাট।ঝঞ্ঝায় উড়ে যায় স্কুলের টিনের চাল অথবা নিজের ঘরের ছাদ। আয়োগের প্রধান বলেন, এসবই শিশুমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।তারা স্কুলে যেতে পারেনা।স্বভাবতই পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটে। ফলে স্কুল ছুটের সংখ্যাও বাড়ে।দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির অভিভাবকরাও তাদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর উৎসাহ পান না। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তুলিকা দেবী জানান, কোভিডের সময় ও তার পরে নাবালিকা বিবাহ ও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায়।তিনি বলেন, এসবই প্রকৃতিগত কারণের শিকার শিশুরা।প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাড়ির বড়দের সঙ্গে সঙ্গে শিশু মনকেও বিচলিত করছে।জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শিশুরা শৈশব হারিয়ে ফেলছে।কাজেই শিশু অধিকার রক্ষায় তিনি গণমাধ্যমের দায়িত্বের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। আয়োগের প্রধান বলেন, শিশু বান্ধব সাংবাদিকতার জন্য তারা শিশুশ্রী পুরস্কার চালু করেছেন।বড়দের মতো শিশুদেরও নিজস্ব আবেগ ও ভাবনা আছে বলে তিনি মনে করেন।একে কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয় বলে তার অভিমত।আয়োগের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী জানান, যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মহিলা ও শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণে খাবার ও অন্য সামগ্রী আসলেও শিশুদের জন্য কখনো বই খাতা পাঠানো হয় না। আয়োগের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বই খাতা দেওয়া হয় যাতে তাদের পড়াশোনার অভ্যাস নষ্ট না হয়ে যায়।কমিশনের অপর পরামর্শদাতা গায়ক সৌমিত্র রায় পরিবেশ রক্ষায় জলাভূমি সংরক্ষণের কথা বলেন।তার মতে,শিশুদের মানসিক বিকাশে মাঠ, গাছ, পুকুর জরুরী।অধ্যাপিকা মহুয়া চ্যাটার্জি শিক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কথা তুলে ধরেন। তার মতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিদ্যালয় বন্ধ থাকলে স্কুল ছুটের সংখ্যা বাড়ে। সিলেবাস শেষ করা যায় না।জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অসহনীয় গরমে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যায়।এছাড়াও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের আর্থিক সংকট দেখা দেয়। চাষাবাদ বন্ধ থাকে।আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সেই মানুষরা তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পড়াশোনা করার বদলে রোজগারের দিকে পাঠিয়ে দেয়।ফলে বাড়তে থাকে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা।আর্থিক বোঝা লাঘব করতে পরিবারের লোকেরা তাদের শিশু কন্যাকে নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে দেন অথবা তাদের পাচার করে দেয়। এইসব বিষয়ে প্রতিবেদন লেখার সময় তিনি সাংবাদিকদের আরো দায়িত্বশীল হবার কথা মনে করিয়ে দেন।পর্বতারোহী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কিছু মানুষ শরণার্থী হয়ে পড়ছেন বলে উল্লেখ করেন।শিশুরাও এর শিকার।জলবায়ুগত পরিবর্তনে খাপ খাইয়ে নিতে তিনি কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জাতীয় নীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।সাংবাদিক কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জলবায়ু পরিবর্তন ও শিশু মনে তার বিরূপ প্রভাব রুখতে একটি সুসংহত সমাধান সূত্র খোঁজার উপর জোর দেন। তার মতে,এর কু প্রভাব রুখতে স্থানীয় সাংবাদিকদের বড় ভূমিকা রয়েছে।ডিজিটাল সমাজমাধ্যমকেও এই বিষয় আরো বেশি করে ব্যবহার করার কথা তিনি বলেন।কর্মশালার শুরুতে কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশীষ সুর তার স্বাগত ভাষণে এই স্পর্শকাতর বিষয় প্রতিবেদন লেখার সময় সাংবাদিকদের সঠিক শব্দ চয়নে গুরুত্ব দেন।তার মতে, প্রতিবেদনে শিশুদের অধিকার কখনোই যেন খর্ব না হয় এবং তাদের প্রাইভেসি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখা দরকার। সম্পাদক কিংশুক প্রামানিক সহ শিশু অধিকার এবং পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন এমন কিছু অসরকারি সংস্থা এবং ইউনিসেফ এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এ দিনের কর্মশালায়।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ধনেখালি থানার পক্ষ থেকে হারিয়ে যাওয়া ৩৮ টি মোবাইল উদ্ধার করে বুধবার প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।এছাড়াও থানার ডিজিটাল মালখানা,পুলিশ ব্যারাক ও নতুন ভাবে সংস্কার করা থানার কালী মন্দিরেরও উদ্বোধন করা হয় এদিন।উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার,ডিএসপি (ডি এন্ড টি) প্রিয়ব্রত বক্সী, ধনেখালি থানার ওসি কৌশিক দত্ত, ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায় সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ।

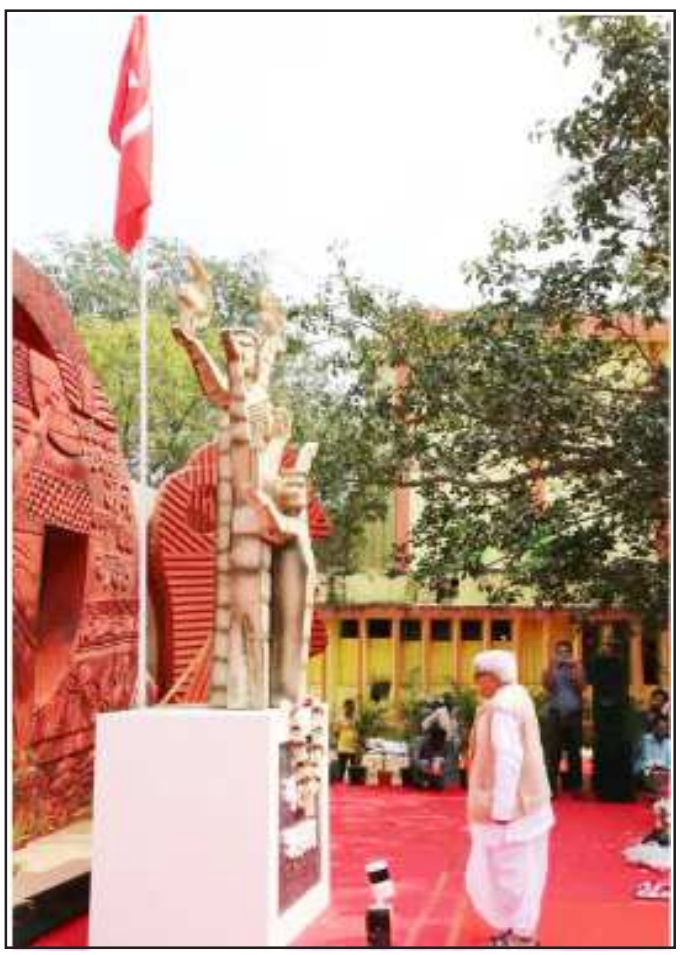

দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শনিবার হুগলির ডানকুনিতে শুরু হল সিপিএমের ২৭ তম রাজ্য সম্মেলন।পতাকা উত্তোলন করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য প্রকাশ কারাত,মানিক সরকার,বৃন্দা কারাত,সূর্যকান্ত মিশ্র,এম এ বেবি, তপন সেন,অশোক ধাওয়ালে,নীলোৎপল বসু, রামচন্দ্র ডোম,পার্টি নেতা হান্নান মোল্লা, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মিতালী কুমার,অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ এবং পলিটব্যুরো সদস্য তথা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সম্মেলন থেকে পুনরায় রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন মহম্মদ সেলিম।

ভুয়ো সিম কার্ড চক্রের পান্ডাকে চন্দননগর থেকে গ্রেফতার করল সিঙ্গুর থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - ভুয়ো সিম কার্ড তৈরির পর্দা ফাঁস করল সিঙ্গুর থানার পুলিশ।শুক্রবার ২১ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুকান্ত মণ্ডল স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন যে, কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধভাবে পিওএস (পয়েন্ট অফ সেল-রিটেলার) ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচুর ভুয়ো সিম কার্ড তৈরি করছে,যা সারা দেশে বিভিন্ন আর্থিক প্রতারণার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।এই বিষয়ে জাতীয় সাইবার অপরাধ রিপোর্টিং পোর্টালে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে।প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে, হুগলি গ্রামীণ পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ তদন্ত চালিয়ে চন্দননগরের কাটাপুকুর মণ্ডল বাগানে অভিযুক্ত সুরজিত রায়ের বাড়িতে অভিযান চালায়।অভিযানে বেশ কিছু

ভুয়ো সিম কার্ড উদ্ধার করা হয় এবং আইন মেনে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।জিজ্ঞাসাবাদে সুরজিত তার অপরাধ স্বীকার করে এবং পিওএস মেশিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধারে সহায়তা করার আশ্বাস দেয়।আদালত অভিযুক্তকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়,যাতে আরও তথ্য সংগ্রহ করে অন্যান্য জড়িতদের গ্রেফতার করা যায়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের পিরিজপুর থেকে চকদীঘি যাবার রাস্তায় পিরিজপুর ফিসারির কাছে সেতুটির অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। অবিলম্বে সেতুটি সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন এলাকার মানুষজন।

(প্রথম পাতার পর) **মাদ্রাসা বোর্ডের ফাজিল পরীক্ষা**

সহশিক্ষক সেখ শামসুদ্দিন বাবুর সঙ্গে দেখা করলেন মা আয়েসা বেগম(৪২)ও পুত্র সেখ পারভেজ আলম((২২)।মা ও ছেলে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষাও একসাথে দিয়েছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,স্নাতকোত্তর মেয়ে ফিরদৌসির জেদের কাছে হার মেনেই হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলেন মা আয়েশা বেগম ও তার স্কুল ছুট ভাই পারভেজ আলম।মা ও ছেলে আবার ও প্রমাণ করে দিলেন শিক্ষার কোনো বয়স হয় না।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

খবর সোজাসুজি পত্রিকার উদ্যোগে ২৩ মার্চ,রবিবার শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত হতে চলেছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

● **বসে আঁকো প্রতিযোগিতা-**
● তারিখ - ২৩ মার্চ, রবিবার
● সময় - দুপুর ১ টা
● স্থান - শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দির
শিপতাই, জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান
● 'ক' বিভাগ - চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত
বিষয় - একটি গাছের ছবি সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
● 'খ' বিভাগ - পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত
বিষয় - ফেরিওয়ালা
সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
● 'গ' বিভাগ - সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত
বিষয় - বৃক্ষ রোপন
সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
'ঘ' বিভাগ - নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত
বিষয় - বসন্ত উৎসব
সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
● 'ঙ' বিভাগ - সর্বসাধারণ
বিষয় - আল্পনা
সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

● **নিয়মাবলী** -
১. প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আগাম নাম লেখাতে হবে।রবিবার, ১৬ মার্চের মধ্যে হোয়াটস অ্যাপে অথবা ফোন করে নাম লেখাতে হবে।এন্ট্রি ফি ২০ টাকা। হোয়াটস অ্যাপ ও ফোন নং - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
২. কে কোন্ শ্রেণীতে পড়ো, তার প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে এবং তার এক কপি জেরক্স জমা দিতে হবে।
৩.প্রতিযোগীদের শুধুমাত্র কাগজ দেওয়া হবে।অঙ্কন ও আলপনার সরঞ্জাম প্রতিযোগীকে আনতে হবে।
৪.প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে এসে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে হবে।
৫.পেন্সিল স্কেচ চলবে না, রং করা পূর্ণাঙ্গ ছবি জমা দিতে হবে।
৬.বিকেল ৪ টের পর ফলাফল প্রকাশিত হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে।

● **আলোচনা সভা**
● সময় - বিকাল ৩ টা
● আলোচ্য বিষয়
সাক্ষী পঁচিশ,বইয়ের পাতা,উড়লো যেন ফানুস,
বোঝার আগেই,ভাবলি বোঝা,ওরে বহুরূপী মানুষ।
● **আলোচক** -
১.কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক, শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দির
২.জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, সম্পাদক,'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকা
৩.ড.বাণী প্রসাদ সেন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ,আরামবাগ গার্লস কলেজ
● **পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান**
● সময় - বিকাল ৪ টা
● যোগাযোগ
নং- ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

রাস্তার পাশে ফুটপাত দখল করে ইট বালি পাথর, দুর্ঘটনার কবলে পথ চলতি মানুষজন

নিজস্ব সংবাদদাতা - রাস্তার পাশে ফুটপাত জুড়ে অবৈধভাবে ইট বালি পাথর রেখে দেওয়ার ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন সাধারণ মানুষজন,দাবি তারকেশ্বরের মুক্তারপুরের মৃত যুবক গৌরব ছেত্রীর পরিবারের।এদিন এনিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা।এ নিয়ে প্রশাসন কেন কড়া পদক্ষেপ নেয় না সেই প্রশ্নও তুলেছেন মৃতের পরিবারের লোকজন।উল্লেখ্য,মঙ্গলবার ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে অপরদিক থেকে আসা লরির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় মুক্তারপুরেরই বাসিন্দা গৌরব ছেত্রীর।পুলিশ সুত্রে জানা গেছে,বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে অপরদিক থেকে আসা লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।
কয়েক দিন আগেই হুগলির পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন রাস্তার পাশে অবৈধভাবে ইমারতি দ্রব্য জমা করার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষনা করেছিলেন।কিন্তু তারপরেও তারকেশ্বর এলাকায় যে পরিস্থিতির এতটুকু বদল হয়নি তা এই দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারের দাবি থেকেই স্পষ্ট।

১৩০০ টাকা কুইন্টাল দরে চাষীদের কাছ থেকে আলু কিনতে হবে রাজ্য সরকারকে,এই দাবিতে সোচ্চার সিপিআই(এমএল)লিবারেশনের শাখা সংগঠন সারা ভারত কিষান মহাসভা।ধনেখালির বোসো এলাকার ছবি।

(প্রথম পাতার পর) **পুকুর সংস্কার করতে গিয়ে উদ্ধার বিষ্ণু মূর্তি !**

করতে গিয়ে উদ্ধার বিষ্ণু মূর্তি।পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ২ নং ব্লকের সাতগেছিয়া গ্রামের ঘটনা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ সাতগেছিয়া গ্রামে পদ্মপুকুর সংস্কারের কাজ চলছিল।সেই সময় ওই পুকুরের থেকে পাথরের বিষ্ণু মূর্তিটি উদ্ধার হয়।মূর্তি উদ্ধারের খবর জানাজানি হতেই ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা এবং শুরু হয় পুজো পাঠ।ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিস এবং ঘটনাস্থল থেকে ওই মূর্তিটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে পুলিশ।জানা যায় মূর্তিটি আনুমানিক ১০০০ বছরের পুরাতন বিষ্ণু মূর্তি যেটা পাল ও সেন যুগের মধ্যবর্তী সময়ের।সোমবার সমস্ত আইনানুগ পদ্ধতি মেনে বিষ্ণু মূর্তিটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করা হয় বলে জানা গেছে।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)
চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ৫ জনকে আটক করল মালদা জেলা পুলিশ।
● ইঞ্জিন ভ্যান উল্টে বুধবার মৃত্যু হল আট/ন'বছরের এক বালকের। শোকের ছায়া এলাকায়।জামালপুরের রঙ্কিনীমহুলা এলাকার ঘটনা।
● ''মুখ্যমন্ত্রী,আপনার সরকারের শেষের দিক শুরু হয়ে গেছে'', সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

''কেন্দ্র-রাজ্য বুঝি না,১০০ দিনের কাজ দাও'',এই দাবিতে সোচ্চার হল বাম ক্ষেত মজুর সংগঠনের নেতা কর্মীরা।বৃহস্পতিবার মৌলালী যুবকেন্দ্রে বাম ক্ষেত মজুর সংগঠন গুলির রাজ্য কনভেনশনে ১০০ দিনের কাজের দাবিতে সোচ্চার হল সিপিআই (এমএল) লিবারেশন, সিপিআইএম, সিপিআই,আরএসপি,ফরোয়ার্ড ব্লকের কৃষি ও গ্রামীণ মজুর সংগঠন।কনভেনশনের আগে ১০০ দিনের কাজের দাবিতে জব কার্ড হাতে মৌলালী মোড়ে কিছুক্ষণ বিক্ষোভও দেখান তারা। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সজল অধিকারী,নিরাপদ সর্দার, তপন গাঙ্গুলি সহ অন্যান্য কৃষি মজুর সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব।

নারী সুরক্ষার দাবিতে মঙ্গলবার চন্দননগর বাগবাজার মোড়ে বিজেপির পথ অবরোধ।

(প্রথম পাতার পর) **আলু চাষীদের মাথায় হাত!**

জমিতেই জল জমে আছে।বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ অকাল শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন ধনেখালি ও জামালপুরের আলু চাষীরা।জমির সবজিও নষ্ট হয়ে গেছে।উড়ে গেছে মাটির ঘরের চাল।অসহায় অবস্থা চাষীদের।ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সরোজমিনে খতিয়ে দেখতে শনিবার দশঘরা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শন করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।কথা বললেন ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের সঙ্গে, দিলেন পাশে থাকার আশ্বাস।

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner
শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন। 7718563194
KHANPUR HOOGHLY WEST BENGAL KHANPUR, HOOGHLY, WEST BENGAL, INDIA 712308
farhad05ster@gmail.com
AngelOne
www.angelone.in

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com